দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 6 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রস্তাবিত বরিশাল ভার্সিটি গড়িয়ারপাড় এলাকায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত

নাছিম উল আলম : প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত বিতর্কিত গড়িয়ারপাড় এলাকাকেই বেছে নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য বরিশাল নদী বন্দরের অপর পাড়ে চরকাউয়া এলাকার দুটি স্থানকে চিহ্নিত করে মৃত্তিকা পরীক্ষণে উপযুক্ত বলে বিবেচিত স্থানেই তা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মহানগরী থেকে

প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তরে বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা জাতীয় মহাসড়কের পাশে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান চূড়ান্ত করার তা সংখ্যাগরিষ্ঠ বরিশালবাসীর মতামতের পরিপন্থী হয়েছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। প্রায় ২১ বছর আগে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে বরিশালে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও নানামুখী টালবাহানায় তা বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। অথচ গত ২১ বছরে দেশে প্রায় ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় হারের চেয়ে প্রায় ১০% ওপরে বরিশালে আজো কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়নি। এমনকি বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে এলক্ষ্যে নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে ভেদুরিয়াতে ৫০ একর জমিহুকুম দখলে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়টির আইন সংসদে অনুমোদন ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এর ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পরে বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য নির্দিষ্ট জমির মধ্যে বিপুল পরিমাণ সরকারী খাসজমি ছাড়াও আরো বেশকিছু অর্পিত সম্পত্তি ভোগদখলকারী এক ভূমিদস্যুর পক্ষে তদবিরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায় থেকে এক্ষেত্রে অবস্থান পরিবর্তন করা হয়। অভিযোগনে শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির পূর্বনির্ধারিত স্থানটি পরিবর্তন করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা জাতীয় মহাসড়কের পাশে নির্দিষ্ট করা হয়। এ ব্যাপারে বরিশালের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপনের পরে গত ৬ মার্চ বরিশালে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শেষে এলক্ষে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঐ কমিটি বরিশালের সর্বস্তরের মানুষের সাথে কথা বলে স্থান চূড়ান্ত করারও সিদ্ধান্ত নেয় উপদেষ্টা কমিটি।

কিন্তু মঞ্জুরী কমিশনকে পাশ কাটিয়ে গত ৩০ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি টিম বরিশাল সফর করে। তারা এখানে সর্বস্তরের মানুষের সাথে এক মতবিনিময় সভায়ও মিলিত হয়। সভায় উপস্থিত ৯০ ভাগ মানুষ পূর্ব নির্ধারিত স্থানেই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের দাবী জানায়। এছাড়া অর্থ ও ভূমি সাশ্রয়ের স্বার্থে বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটিকে প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করারও দাবী জানানো হয়েছিল।

কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সে কমিটি নানা যুক্তি দাঁড় করিয়ে পূর্বনির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে গড়িয়ারপাড়েই বিশ্ববিদ্যালয় ও কির্তনখোলা নদীর অপর পাড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি স্থাপনের সুপারিশ করে। কমিটির সে সুপারিশ শিক্ষা উপদেষ্টার অনুমোদনের পরে তা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়েও অনুমোদিত হয়েছে সম্প্রতি। তবে এখনো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেনি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য কোন প্রকল্প প্রস্তাবও প্রস্তুত হয়নি। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের পরে চলতি অর্থবছরে প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়টির বাস্তব অবকাঠামো নির্মাণে আশাবাদী শিক্ষামন্ত্রণালয়।